দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 SEP 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জাতীয় অধ্যাপক মুহম্মদ শামস-উল হক জাতীয় ঐকমত্য গঠনে ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে ইতহাসবিদদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল বিষয়গুলোতে জাতীয় ঐকমত্যের দরকার। আর এই ঐকমত্য গঠনে ইতহাসবিদরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

তিনি গতকাল বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪ থেকে ১৯৭১) বইয়ের প্রকাশনা

(৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বাংলাদেশের ইতিহাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ তিন খন্ডে এই বই প্রকাশ করেছে। গতকাল বইয়ের ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়। সোসাইটির মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ডঃ এ আর মল্লিক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজ-উদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এ বি এম হোসেন, প্রকল্প পরিচালক ও বইয়ের সম্পাদক প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম এবং সম্পাদনা সহকারী ডঃ হারুন-অর-রশীদ। স্বাগত ভাষণ দেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদিকা প্রফের হাসনা বেগম। সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর এ কে এম নূরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, প্রফেসর ইমেরিটাস ডঃ সিরাজুল হক, জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, প্রফেসর রেহমান সোবহান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং কয়েকটি কূটনৈতিক মিশনের সদস্যগণ। অনুষ্ঠানে এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাকে বইয়ের একটি সেট উপহার দেয়া হয়। প্রধান অতিথি শেখ হাসিনার হাতে এ উপহার তুলে দেন। এই উপহার প্রদানের পর ঘোষণা দেয়া হয়, প্রধানমন্ত্রীকেও বাংলাদেশের ইতিহাস-এর একটি সেট উপহার দেয়া হবে।

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় অধ্যাপক শামস-উল হক তার বক্তৃতায় বলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশ যুগান্তকারী ঘটনার দ্বারা আবর্তিত হয়েছে। দীর্ঘ ও কষ্টকর সংগ্রামের পরিণামে এক বছর আগে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অংশীদারী গণতন্ত্রের আকাংক্ষা পূরণ হয়েছে। ব্যাপক জনগোষ্ঠী ও অতিঅল্প সচ্ছল লোকের মধ্যকার বৈষম্য মাত্র এক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত নবীন গণতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলবে। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার মেরুকরণ এই পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। এই বিভক্তিমূলক প্রভাব পন্ডিতমহলসহ সমাজের সকল অংশে প্রবেশ করেছে।

প্রফেসর হক বলেন, ইতিহাসবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি করা। তিনি প্রশ্ন রাখেন, তারা এ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারবেন কি? তবে তিনি এ প্রসঙ্গে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অন্যান্য আলোচক বাংলাদেশের ইতিহাস বইয়ের তিন খন্ডকে এক বিশাল কাজ হিসাবে উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪ থেকে ১৯৭১) প্রকল্পের কাজ '৮৮ শেষ দিকে শুরু হয়। একটি সম্পাদনা পরিষদের অধীনে দেশ-বিদেশের প্রায় ৫০ জন ইতিহাসবিদ ও গবেষক এতে অংশ নেন। প্রকাশিত বইয়ে ক্রম অনুসারে রয়েছে ঃ প্রথম খন্ডে রাজনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ডে অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ডে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। বইয়ের প্রতিটি খণ্ডের দাম রাখা হয়েছে এক হাজার টাকা। সম্পাদনা পরিষদের একজন কর্মকর্তা জানান, মূলত অনুদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ইতিহাস প্রকাশ করা হয়েছে। নিচে এক হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ নয় লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদান পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো জানান, সোহেল রহমান ও সালমান রহমান নয় লাখ টাকা অনুদান দিয়েছেন। আগামী জানুয়ারিতে বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪ থেকে ১৯৭১)-এর তিন খন্ডের বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হবে বলেও তিনি জানান।